INFOGRAPHIC

International Accountability Mechanisms for Myanmar At a Glance

এক নজরে মিয়ানমারের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাসমূহ

AJAR
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

Bangla - January 2021
asia-ajar.org

International Independent Fact-Finding Mission on Myanmar (FFM)

ইন্টারন্যাশনাল ইনডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন অন মিয়ানমার (এফএফএম)

- মার্চ ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে এর কার্যক্রম শেষ হয়।
- **কাজের পরিধি (ম্যান্ডেট)**:
  - ২০১১ সাল থেকে মিয়ানমার, বিশেষত রাখাইন, কাচিন এবং উত্তর শান রাজ্যে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।
- এফএফএম কোনো ট্রাইব্যুনাল বা আদালত নয়, সুতরাং এটি অপরাধীদের বিচার করতে বা শাস্তি দিতে পারে না।
- রাখাইন রাজ্যে গণহত্যা এবং রাখাইন, শান, ও কাচিন রাজ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধসহ যুদ্ধাপরাধের সন্ধান পেয়েছে – এই মর্মে ৪৪৪ পৃষ্ঠার সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
- সেসব অপরাধের বিষয়ে তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করে তা আইআইএমএম-এর কাছে হস্তান্তর করে।
- সর্বাধিক দায়ী হিসাবে ছয়জন সিনিয়র কমান্ডারের নাম চিহ্নিত করে।
- মিয়ানমারে সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্ত/বিচারের প্রয়োজনে আইসিসির কাছে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য বা এই বিষয়ে একটি অ্যাড হক (অস্থায়ী) ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান করা হয়।
- তাতমাডও-কে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা হয়েছে। মূল প্রতিবেদনে অপরাধ সংঘটনের বিভিন্ন ধরনগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয়।
- মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং এর উপর নিষেধাজ্ঞার দেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM)

ইনডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম ফর মিয়ানমার (আইআইএমএম)

- সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আগস্ট ২০১৯ সালে এর কাজ শুরু হয়।
- **কাজের পরিধি (ম্যান্ডেট)**:
  - ২০১১ সাল থেকে মিয়ানমারে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সংঘটিত সর্বাধিক গুরুতর অপরাধের তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা।
  - ভবিষ্যতে দোষীদের বিচারের সুবিধার্থে নথি (ফাইল) প্রস্তুত করবে।
- এফএফএম কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণাদি আইআইএমএম-এর কাছে জমা আছে।
- সর্বজনীন এখতিয়ার নীতির অধীনে তথ্য-প্রমাণগুলি আইসিসি এবং অন্যান্য ট্রাইব্যুনালগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি আইসিজেতেও ব্যবহৃত হতে পারে।
- ব্যক্তিবিশেষ অপরাধী ও তাদের বিভিন্ন অপরাধের দায়বদ্ধতার (যেমনঃ সুপিরিয়র বা কমান্ড রেসপনসিবিলিটি) দিকে মনোনিবেশ করবে এবং সংঘটিত অপরাধ প্রমাণে যথাযথ সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করে অপরাধ ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সংযোগ খুঁজে বের করবে।
- এটি কোনো ট্রাইব্যুনাল নয়। অপরাধীদের বিচার করতে বা শাস্তি দিতে পারে না। কেবল ভবিষ্যতে বিচারের জন্য তথ্য-প্রমাণাদি প্রস্তুত করে।
- এটির কাজ গোপনীয় হতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে কোনো সর্বসাধারণের জন্য প্রতিবেদন প্রকাশ করবে না। এটি মিয়ানমারে কোনো ধরনের আইনি বা নীতিগত সংস্কারের পক্ষে মতামতও দিবে না।

International Criminal Court (ICC)

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি):

- অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করে বিচার করতে পারে।
- মিয়ানমার আইসিসিতে যোগ দেয়নি। বর্তমানে মিয়ানমারের বিষয়ে আইসিসির এখতিয়ার নেই।
- বাংলাদেশ আইসিসির একটি সদস্য রাষ্ট্র।
- মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক দেশত্যাগের মতো মানবতা বিরোধী অপরাধসহ আরো অন্যান্য অপরাধের বিষয়ে আইসিসির এখতিয়ার রয়েছে যেখানে অপরাধের একটি অংশ বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছিল।
- ২০১৯ সালের নভেম্বরে, আইসিসির প্রি-ট্রায়াল চেম্বার প্রধান কৌঁসুলি ফাতো বেনসুদাকে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে তদন্ত শুরু করার অনুমতি দেন।
- আইসিসির গ্রেফতার করার ক্ষমতা নেই এবং সন্দেহভাজন অপরাধীদের গ্রেফতার করা না হলে বিচার পরিচালনা করার সুযোগও থাকবে না।
- মিয়ানমারের সন্দেহভাজন অপরাধীদের আইসিসির কাছে হস্তান্তর করার মাধ্যমে বিচার শুরু হতে পারে অথবা কোনো সন্দেহভাজন অপরাধী যদি আইসিসির সদস্য রাষ্ট্র এমন কোনো দেশে ভ্রমণ করে, তবে সে দেশ সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেফতার করে আইসিসির কাছে হস্তান্তর করতে পারে – যদিও এর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

International Court of Justice (ICJ)

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে):

- রাষ্ট্রসমূহের (যেমনঃ সরকার , ব্যক্তি নয়) মধ্যে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করে। উদাহরণস্বরূপঃ কোনো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে।
- যেহেতু মিয়ানমার গণহত্যা কনভেনশনের একটি সদস্য রাষ্ট্র, সেহেতু অন্যান্য যেকোনো সদস্যরাষ্ট্র আইসিজের কাছে গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে মিয়ানমারের দায়বদ্ধতার বিষয়ে মামলা আনতে পারে।
- ১১ই নভেম্বর ২০১৯ সালে, গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা লঙ্ঘনের অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আইসিজের কাছে গাম্বিয়া একটি আবেদন করে।
- ২৩ জানুয়ারি ২০২০ সালে, আইসিজের বিচারকরা মিয়ানমারকে কিছু অস্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য আদেশ জারি করেন। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটন প্রতিরোধ করতে, এতদসংক্রান্ত প্রমাণাদি সংরক্ষণ করতে এবং নিয়মিত আইসিজের কাছে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য মিয়ানমারকে সুনির্দষ্টভাবে আদেশ দেওয়া হয়।
- অপরাধীদের শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে, গণহত্যার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার নিশ্চয়তাদানে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার প্রয়োজনে - আইসিজে ভবিষ্যতে মিয়ানমারকে নির্দেশ দিতে পারে।
- আইসিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা কঠিন হতে পারে, কারণ আইসিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোনো সরাসরি বা কার্যকর উপায় নেই।

Universal Jurisdiction

সর্বজনীন এখতিয়ার (ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন):

- বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেশীয় আদালত গুরুতর কতিপয় অপরাধের বিচার করতে পারে, যদিও অপরাধটি তাদের দেশের ভূখন্ডে সংঘটিত হয়নি এবং এমনকি অপরাধীও সে দেশগুলোর নাগরিক নন।
- আর্জেন্টিনা তাদের সংবিধানে সর্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগের বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- আর্জেন্টিনার একটি আদালতে ১৩ নভেম্বর ২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সরকার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার অভিযোগে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয় এবং মামলাটি চালিয়ে যেতে আর্জেন্টিনার আদালতটি রাজি হবে কি-না তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।
- মামলাটি শীর্ষস্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক নেতৃবৃন্দের/একক ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা (ইনডিভিজ্যুয়াল ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি) সম্পর্কিত (আইসিজের মামলা থেকে আলাদা) ।
- মামলাটি মিয়ানমারের ভূখণ্ডে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কিত (আইসিসির মামলা থেকে আলাদা) ।
- যদি আর্জেন্টিনার আদালত মামলাটি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সন্দেহভাজন অপরাধীদের আর্জেন্টিনার আদালতে হাজির করা (যেমনঃ প্রত্যর্পণের মাধ্যমে) কঠিন হবে এবং সেইজন্য সেখানে বিচার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে।